সারসংক্ষেপ

পটভূমি

বিশ্বব্যাংকের বেসরকারী বিনিয়োগ ও ডিজিটাল উদ্যোক্তা (PRIDE) প্রকল্পের প্রকল্প উদ্দেশ্য (PDO) হল "হাই-টেক পার্কগুলিতে ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিতে বেসরকারী বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা" এই প্রকল্পের চারটি উপাদান রয়েছে-

উপাদান ১: বেসরকারী বিনিয়োগ এবং কর্ম সংস্থান সৃজনের জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করা।
- o উপ-উপাদান ১.১ : সুশাসন এবং প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নীত করা।
- o উপ-উপাদান ১.২: জনসাধারণের ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ উন্নিত করা।

উপাদান ২ : বিএসএমএসএন- এর গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটির পর্যায়ক্রমকে উন্নয়নের পক্ষে সহায়তা করা।
- o উপ-উপাদান ২.১: পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক অবকাঠামোর বিকাশ করা
- o উপ-উপাদান ২.২: বিএসএমএসএন-এর মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য (Last mile)শেষ মাইল অবকাঠামো নির্মান করা।

উপাদান 3: পরিবেশিত শিল্প জমির জন্য গতিশীল/ ডাইনামিক ব্যক্তিগত বাজার তৈরি করা ।

উপাদান 4: ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্রকে জোরদার করা।
PRIDE এর প্রথম তিনটি উপাদান বেজা (BEZA)দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে এবং চতুর্থ উপাদান (উপাদান - ৪: ডিজিটাল উদ্যোক্তা জোরদারকরণ এবং উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র) বিএইচটিপিএ দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রাইড (PRIDE) প্রকল্প ঢাকাকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি প্রাসঙ্গিক ডিজিটাল উদ্যোক্তা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে। এটি নেটওয়ার্কের প্রভাবগুলির সুবিধার্থে বাংলাদেশের প্রথম উল্লেখযোগ্য সংযোজনকে উন্নত করবে নগরীর কাওরান বাজার অঞ্চলের আইটি এবং আইটিএসএস সংস্থাগুলির। ২০১৫ সালে, বিএইচটিপিএ একটি পুরানো অব্যবহৃত পৌর ভবনকে জনতা এসটিপিতে রূপান্তর করে যা বর্তমানে ৭২ হাজার বর্গ ফুট থেকে ১০০০ ছোট পেশাদারদের হোস্টিং করার জন্য কিছু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে এবং ১৮ টি ছোট এবং মাঝারি আকারের এন্টারপ্রাইজকে ভাড়া দেয়া হয় । ইনকিউবেশন সেন্টারের জন্য রাখা একটি ফ্লোরের এক পাশ বর্তমানে কয়েকটি পরিষেবা সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জনতা এসটিপি-এর সাথে লাগোয়া ০.৪৭ একর জমির একটি প্লট বতমানে বিএইচটিপিএ একোয়ার করছে যাতে ১২ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করার অনুমতি পাওয়া গেছে যেখানে প্রায় ১২৫০০০ বর্গফুট প্রসারিত ওয়ার্কপ্লেস এবং মোটামুটিভাবে ২০০০০০ বর্গফুটের মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র ডিজিটাল এন্টারপ্রাইজ সমুহের একটি ক্লাস্টার তৈরি করা হবে (প্লট নং ৪৯,জনতা টাওয়ারের দক্ষিণ দিক, কাওরান বাজার,ঢাকা)

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পটির লক্ষ্য হল বাংলাদেশের ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তি জোরদার করা। এটি আইটি এবং আইটিইএস সংস্থাগুলির সাথে দেশের বৃহত্তম সংযোগ সমষ্টিকে একত্রিত করবে ঢাকার জনতা এসটিপিতে এবং পেশাদার তরুণ এবং নারীদের মধ্যে আরও বিস্তৃতভাবে ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করবে । এটি এমন একটি প্রোগ্রাম ডিজাইন এবং বাস্তবায়ন করবে যা তিন স্তরে ডিজিটাল উদ্যোক্তাকে সহায়তা করবে। এই সাব উপদানটি , পণ্য এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অর্থ সরবরাহ করবে : (ক) জনতা -১ এবং জনতা -২ (অর্থাত্ প্রসারিত জনতা এসটিপি) এর জন্য একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বিডিং প্রক্রিয়ার মাধমে একটি অভিজ্ঞ বেসরকারী অপারেটর নিয়োগ করবে। পরামর্শদাতা অনুরূপ সুবিধাগুলি পরিচালনা করার জন্য প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ডযুক্ত একটি অপারেটরের জন্য পারফম্যান্স ভিত্তিক একটি স্ট্রাকচার তৈরি করবেন এবং সেই অপারেটকে প্রাইভেট ভাড়াটে অপারেটর হিসেবে উন্নীত করবেন ; এবং

(খ) জনতা -১ এসটিপি আপগ্রেড করা এবং ওয়ার্কস্পেসের জন্য ১২৫০০০ বর্গফুট যুক্ত করে জনতা -2 এসটিপি তৈরি করা। কাজের জন্য বিএইচটিপিএ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে এবং আইডিএ অবশিষ্ট অর্থ (সর্বাধিক 10 মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পণ্য এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে। একিভুত নতুন জনতা এসটিপিতে আনুমানিক ২০০মাইক্রো উদ্যোক্তা, ১০০ ছোট ফার্ম এবং ৩০ টি মাঝারি আকারের আইটি এবং আইটিএস সংস্থা থাকবে।

কাওরান বাজার এলাকা হচ্ছে বাণিজ্যিক এবং আবাসিক অঞ্চলের মিশ্রণ। ভবনটির নকশা এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। তবে, ধারণা করা হচ্ছে যে এই বিল্ডিংটিতে বাণিজ্যিক সকল সুযোগ- সুবিধা এবং ইউটিলিটি পরিষেবাদি যেমন সম্মেলন/মিটিং রুম , উদ্যোক্তাদের জন্য ডিসপ্লে সেন্টার, ক্যাফেটেরিয়া, চাইল্ড কেয়ার সুবিধা, বিনোদন , রিডিং রুম, সাবস্টেশন, সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, পার্কিং অঞ্চল ইত্যাদি সুবিধা থাকবে।

ইএসএ'র উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি

ইএসএ'র মূল লক্ষ্যগুলি হ'ল:

i. বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা ও প্রাসঙ্গিক আইন এবং ইএসএ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি সনাক্ত এবং মূল্যায়ন করা;
ii. প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির জন্য mitigation hierarchy পদ্ধতির বিকাশ করা;
iii. সুবিধাবঞ্চিত বা দুর্বলদের উপর স্বতন্ত্র প্রভাবগুলি সনাক্ত করা এবং যেখানেই প্রযোজ্য এ জাতীয় প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য পৃথক ব্যবস্থাগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করা ;

ESA এর ব্যাপ্তি/ স্কোপ হল:

i. পরিবেশগত ও সামাজিক আইন, নিয়ামক ও নীতি নির্দেশিকা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রণিধান সমুহের পর্যালোচনা করা ;
ii. প্রকল্প এবং বিদ্যমান শারীরিক, জৈবিক এবং আর্থসামাজিক অবস্থার একটি সাধারণ বিবরণ দেয়া ;
iii. পরিবেশগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রকল্পের বিভিন্ন বিকল্প বিশ্লেষণ দাড় করানো ;
iv. প্রকল্পের কাজের নির্মাণ থেকে প্রকল্পের প্রাকৃতিক ও মানব পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাবগুলির সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন;
v. যে কোনও অননুমোদিত বা অনুভূত পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা এবং কাজ করার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে জড়িত স্থানীয়/অংশিজনদের সাথে পরামর্শ করা।

নীতি, আইনী ও প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও সামাজিক দিক সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা রয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারের এই সব কৌশল এবং তাদের প্রাসঙ্গিক নীতি, সরকারের প্রযোজ্য পরিবেশগত বিধিবিধানের সংক্ষিপ্তসার, বিশ্বব্যাংকের ইএসএফ নীতি, দিকনির্দেশনা এবং বাংলাদেশ সরকারের আইন ও বিশ্বব্যাংকের ইএসএফ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিকতার তুলনা পর্যলোচনা করে এই প্রকল্পে ২০১৮ সালে উপস্থাপন করা হয়।

সামাজিক এবং পরিবেশগত বেসলাইন

কাওরান বাজার ঢাকা শহরের বৃহত্তম পাইকারি বাজার। সামগ্রিকভাবে, এটি ঢাকায় ব্যবহৃত সমস্ত শাকসব্জী, মাছ এবং ফলের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি (২৭.৩%) বিতরণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজারের প্রতিনিধিত্ব করে যা দৈনিক প্রায় বাংলাদেশি টাকায় ৫ কোটি টাকার সমপরিমান লেনদেন করে(৫৯০,২৬০ মার্কিন ডলার)। বাজারটি ১৩.৫ হেক্টর এলাকা জুড়ে। সব মিলিয়ে এই চারটি মার্কেটে প্রায় দুই হাজার দোকান রয়েছে, যার মধ্যে তাজা খাবারের প্রায় ৩০০ টি দোকান রয়েছে।
বাজারটিতে প্রায় ২০,০০০ জন মানুষ কাজ করে। এর মধ্যে প্রায় ২০০০ পাইকার / খুচরা বিক্রেতা বা আড়ৎদার, প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক প্রতি রাতে ট্রাক থেকে পণ্য নামাতে এবং পিকআপ ভ্যানে লোড করার জন্য কাজ করে। তারা মূলত সরদার বা নেতা এবং খুচরা বিক্রেতাদের নেতৃত্বে সম্মিলিতভাবে কাজ করে। শহর জুড়ে প্রতি রাতে প্রায় ২০,০০০ ছোট স্টোর মালিকরা খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে এই বাজারে আসেন। প্রকল্পের এরিয়া সীমানার পূর্ব পাশে সংলগ্ন হাসিনা মার্কেট নামে একটি বাজার আছে। এই বাজারটি কাওরান বাজারের সমস্ত মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের দিকে ঝুঁকছে এবং এতে রয়েছে গোসলখানা, রেস্তোঁরা, নাপিত দোকান, মশালার দোকান, সেল ফোন এবং ফ্লেক্সিলোডের দোকান , চা এবং পান সুপারির দোকান। এই বাজারগুলিতে প্রায় ২৫০-৩০০ শ্রমিক সাময়িকভাবে বসবাস করেন। পরিশেষে, প্রকল্পের দক্ষিণ সীমানা সংলগ্ন আরেকটি টিন শেড অস্থায়ী বাজার রয়েছে যা পেপে পট্টি নামে পরিচিত। এই বাজারে প্রায় ৩২ টি দোকান রয়েছে যা দুটি সারিতে বিভক্ত। এগুলি মূলত সবজি সঞ্চয় ও বিক্রি করতে ব্যবহৃত হয়।

সবজি বাজার এলাকায় প্রায় ৫০-১০০ টন কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয় যা প্রতিদিন সকালে ডিএনসিসি ট্রাক সংগ্রহ করে মাতুয়াইল এবং / আমিনবাজারের বর্জ্য ডাম্পিং এলাকায় নিয়ে ফেলে দেয় । এই সবজি বর্জ্যের কিছু অংশ নারায়ণগঞ্জের ভুলতাতে অবস্থিত একটি কম্পোস্টিং সংস্থা সংগ্রহ করে।

প্রকল্প সাইটের সামনে (পশ্চিম পাশে) একটি কাভার্ড ড্রেন রয়েছে যা অকার্যকর এবং কাওরান বাজারের সবজি বাজার থেকে নির্গত কঠিন বর্জ্য দ্বারা পুরোপুরি আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এখানে আরও দুটি ড্রেন রয়েছে, একটি প্রকল্পের পূর্ব পাশের সীমানায় এবং অন্যটি মূল নর্দমায় যুক্ত যা চালু রয়েছে।

রাতের সময় মূলত রাত ১ টার পরে এই রাস্তাটি ট্রাকের মূল আনলোডিং জায়গা এবং পাশাপাশি খুচরা বিক্রেতাদের ব্যবসায়ের জায়গা হয়ে ওঠে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব মূল্যায়ন

সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের উপর পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবঃ ESS1

কাওরান বাজার এলাকায় বস্তিবাসী, ভাসমান জনগোষ্ঠী এবং যৌনকর্মীসহ বিভিন্ন ধরনের মানুষ রয়েছে। যাইহোক, এই মানুষগুলো প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না।

শ্রমিক এবং কাজের অবস্থার উপর পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবঃ ESS2

এই সুউচ্চ ভবন নির্মানের সময় এমন অনেক কাজ হবে যাতে নিরাপত্তামূলক সতর্কতা অবলম্বন করা না হলে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কাজেই ভবন ব্যবহার ও রক্ষানাবেক্ষনের সময় বিশেষ করে উপরের ফ্লোরগুলোতে ভবনের বাহিরের দিকে কাজ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরপত্তার বিষয়টি আমলে নিতে হবে।

সম্পদের পর্যাপ্ততা এবং দূষণ প্রতিরোধ সম্পর্কিত পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবঃ ESS3

বাতাসের উপর প্রভাবঃ নির্মান কাজ চলাকালীন সময়ে নির্গত ধূলা ও গ্যাসের কারনে নির্মানাধীন এলাকা ও এর আশেপাশের এলাকার বাতাসের উপর প্রভাব পড়বে। নির্মান কাজ চলাকালীন সময়ে জেনারেটর

থেকে নির্গত গ্যাস বাতাস দূষিত করতে পারে। এটি অনুমান করা হয় যে একটি সাধারণ জেনারেটর সেট প্রতি মেগাওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২৫-৩০ পাউন্ড নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গত করে।

পানির উপর প্রভাবঃ প্রকল্প এলাকার আশেপাশে পানির কোন প্রাকৃতিক উৎস নেই তাই ভূপৃষ্ঠ পানি দূষণের সম্ভবনা খুবই কম। নির্মান কাজ যেমন- দালানের পাইলিং, খোড়াখুড়ি, কংক্রিটের কাজ, নির্মানকাজে ব্যবহৃত গাড়ি থেকে অসাবধনতাবশত তেল এবং লুব্রিকেন্ট এর মতো বিপজ্জনক রাসায়নিক নির্গত হওয়া, নির্মান সামগ্রী (রাবিশ, সিমেন্ট) সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষন না করা ও যত্রতত্র ফেলা, শ্রমিকের থাকার যায়গা থেকে নির্গত কঠিন এবং তরল বর্জ্য বৃষ্টির পানির সাথে মিশে যেতে পারে এবং এটি সংলগ্ন ড্রেনে জমা হতে পারে এবং তাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। নির্মান কাজে বিভিন্ন কারনে প্রচুর পানি প্রয়োজন হতে পারে। ঢাকা ওয়াসা থেকে এই পানি সংগ্রহ করা হবে।

মাটি দূষণঃ মেশিন থেকে নির্গত তেল, কংক্রিট মিক্সার এর অবশিষ্ট সিমেন্ট, স্যুয়ারেজ ময়লা এবং কঠিন বর্জ্য সমূহ যদি সঠিকভাবে নিষ্কাশন করা না হয় তাহলে মাটি দূষিত হতে পারে।

শব্দ দূষনঃ বিভিন্ন ধরনের নির্মান কাজের কারনে প্রকল্প এলাকার আশেপাশে স্বল্প-মেয়াদী শব্দ দূষণ হতে পারে, যা সহ্য সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং আশেপাশের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে উপদ্রবের স্তরে পৌঁছাতে পারে। আশা করা হয় যে শব্দের মাত্রা সহ্য সীমা ছাড়িয়ে যাবে না; সুতরাং, কর্মীদের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে না বলে মনে করা হচ্ছে। তবুও, প্রয়োজনবোধে শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রক/শব্দ নিরোধক পদ্ধতি চালু করা উচিত। নির্মান কাজ চলার সময় জেনারেটর থেকে শব্দ উৎপন্ন হতে পারে। জেনারেটর এবং পাম্প থেকে উৎপন্ন শব্দ গ্রহণযোগ্য সীমাতে নিয়ে আসার জন্য শব্দ প্রশমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা দরকার। এসব যন্ত্রের পাশে অধিক সময় ধরে কাজ করা শ্রমিকদের কানের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে উৎসাহিত করা হবে।

কঠিন বর্জ্য উৎপাদনঃ মূলত, বিদ্যমান পরিত্যক্ত কাঠামোটি ভাঙার কারনে কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হবে। নির্মাণকালীন সময়ে দুটি বেসমেন্ট স্থাপনের জন্য প্রায় ২০ ফুট মাটি খননের প্রয়োজন হতে পারে। খনন কৃত অতিরিক্ত মাটি নির্মান এলাকা থেকে একটি উপযুক্ত জায়গায় সরানো প্রয়োজন। ভবন ব্যবহারের সময় কঠিন বর্জ্যও উৎপন্ন হবে। কম্পিউটার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থেকে কিছু পরিমাণ ই-বর্জ্য উৎপন্ন হবে যা সঠিকভাবে নিষ্কাশন করা প্রয়োজন।

স্যুয়ারেজ এবং তরল বর্জ্যঃ টয়লেট এবং অন্যান্য উৎস থেকে স্যুয়ারেজ বর্জ্য উৎপন্ন হবে যা ঢাকা ওয়াসা এর কেন্দ্রীয় স্যুয়ারেজ লাইনে নিষ্কাশন করা হবে। এটা সঠিকভাবে করতে না পারলে ভূ-পৃষ্ঠের পানি দূষিত হতে পারে। স্যুয়ারেজ পাইপ ফেটে যাওয়া অথবা দূষিত পানি চুইয়ে পড়ার ফলে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া যেমন- দূর্গন্ধ, অস্বাস্থ্যকর জলাবদ্ধতা হতে পারে এবং এর ফলে প্রকল্প এলাকার আশেপাশে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে। সুতরাং, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের দ্বারা নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন এর উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করা হবে।

কমিউনিটি স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবঃ ESS4

প্রকল্প এলাকায় নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের জন্য যানবাহন চলাচল দুর্ঘটনা এবং সড়ক নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলবে। পুরো রাত জুড়ে বিপুল সংখ্যক বিক্রেতারা বাজারে এবং এর আশেপাশে কাজ করে এ অঞ্চলটিকে শহরের ব্যস্ততম স্থান করে রাখে। তাই রাতের বেলা বাজার পরিচালনায় যেকোন বাধা এড়ানো এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য যানবাহন চলাচলের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। ট্র্যাফিক ব্যবস্থার বিঘ্ন হ্রাস করতে এবং নির্মাণকালে দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ঠিকাদারদের দ্বারা একটি ট্র্যাফিক ব্যবস্থা এবং সুরক্ষা পরিকল্পনা গ্রহনের প্রস্তাব করা হচ্ছে। ভবনের নকশায় পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস নিশ্চিত করতে হবে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট বা অন্য কোনও উৎস থেকে আগুনের সূত্রপাত ভবন

ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে এবং তাই ফায়ার হাইড্র্যান্টস এবং ফায়ার এক্সিট দরজা সহ ভবনের নকশায় পর্যাপ্ত অগ্নিবির্বাপক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ভবনের নকশায় ভূমিকম্পন মাত্রাও বিবেচনা উচিত।

জমি ও সম্পদের উপর পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবঃ ESS 5

প্রকল্পটির বর্তমান পরিকল্পনাতে কোন অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন নেই এবং কোন জমি অধিগ্রহণেরও প্রয়োজন নেই। প্রকল্প এলাকাটি বর্তমানে গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রনালয়ের অধীনে রয়েছে, এবং সেখানে বসবাসকৃত মন্ত্রনালয়ের একজন কর্মজীবি জানিয়েছেন যদি এই স্থানটি যদি বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহন করে তাহলে মন্ত্রনালয় তার পরিবারকে স্টাফ কোয়ার্টারে স্থানান্তর করবে। প্রকল্প এলাকায় বসবাস করে এমন কোন অবৈধ দখলদার গবেষনায় পাওয়া যায়নি।

জীব-বৈচিত্র এবং জীবিত প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবঃ ESS 6

আশেপাশে কোনও বনাঞ্চল নেই এবং এখানকার প্রাণীগুলি সাধারণ প্রজাতির। এখানে ২৯টি মেহগনি গাছ, ০২টি পিপল গাছ এবং ০১টি কাঠাল রয়েছে, যেগুলো নির্মানকাজের সময় কাটতে হবে। উচ্চ-তাপযুক্ত বর্জ্য কোন পানির উৎসে নিষ্কাশন করা হবে না। তরল বর্জ্য ঢাকা ওয়াসার স্যুয়ারেজ লাইনে নিষ্কাশিত হবে, সুতরাং জলজ প্রানীর উপর তেমন কোন প্রভাব পড়বে না।

আদিবাসী/ক্ষুদ্র জাতিগত সংখ্যালঘু সম্পর্কিত পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবঃ ESS7

প্রকল্প এলাকায় বা তার আশেপাশে কোন আদিবাসী অথবা ক্ষুদ্র জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস নেই।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবঃ ESS৪

প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ এবং/অথবা প্রত্নত্বাত্তিক নিদর্শন নেই। তাই, প্রকল্পের নির্মান কাজের ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর কোন ধরনের প্রভাব পড়ার সম্ভবনা নেই। যদি খনন কাজের সময় কোন ধরনের প্রত্নত্বাত্তিক নিদর্শন পাওয়া যায় তাহলে তা সরকারী সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান

প্রাইড (PRIDE) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে অনুসরন করার জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আলাদা একটি স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান প্রনয়ন করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ এ আশেপাশের কমিউনিটির মানুষদের সাথে দলগত আলোচনা করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। দলগত আলোচনা এবং স্বতন্ত্র সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত প্রধান তথ্যাদি আর্থ-সামাজিক গবেষনায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি হ্রাস করতে একটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP) প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রশমন/মীমাংসা ব্যবস্থা, মনিটরিং প্লান, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দায়িত্ব ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা এবং বাজেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য "পরিবেশগত ও সামাজিক মনিটরিং" একটি অপরিহার্য পদ্ধতি, কারণ এটি পরিচালনাগত যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করে।

এ ছাড়া, শ্রমিকদের আগমন এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, এবং কাজের সন্ধানে আসা শ্রমিকদের জন্য সহনশীল পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষে ইএসএফ (ESF) কর্তৃক সুপারিশকৃত আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিক পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জরুরী অবস্থার প্রস্তুতি এবং সাড়াদান পরিকল্পনা (রেসপন্স প্ল্যান) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পরিশিষ্ট-৫ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পরিশিষ্ট-২ হিসাবে উপস্থাপন করা করেছে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রতিশ্রুতি পরিকল্পনার জন্য প্রধান প্রস্তাবনাসমূহ (ESCP)

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ), বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশগত এবং সামাজিক ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মান উপকরন ব্যবহার করবে এবং প্রকল্প নির্মানের পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করবে। পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রতিশ্রুতি পরিকল্পনা (ESCP)- তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রধান প্রস্তাবনাসমূহ অধ্যায় ০৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে।